চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গৌরহরির বাল্য-চরিত্র, শিশুরূপী গৌরের নিষ্ক্রমণ, নামকরণ এবং চৌরদ্বয়-কর্তৃক বালক নিমাইর অপহরণ ও বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া স্বগৃহভ্রমে মিশ্র-ভবনে আগমনপূর্বক চৌরদ্বয়ের বালককে প্রত্যর্পণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শচী ও জগন্নাথের আনন্দ বর্ধন করিয়া গৌরচন্দ্র দিন দিন অদ্ভুত বাল্যলীলাসমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীবিশ্বরূপও গৌরহরিকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। বাৎসল্যরসাপ্লুত আপ্তবর্গ গৌর-গোপালকে 'বিষ্ণুরক্ষা, 'দেবীরক্ষা', 'অপরাজিতা-স্তোত্র' ও 'নৃসিংহ-মন্ত্রাদি' দ্বারা রক্ষা করিবার ব্যগ্রতা দেখাইয়া স্ব-স্ব-ভগবৎপ্রীতি-পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিলেন। নিষ্ক্রমণ-সংস্কারোপলক্ষ্যে বাদ্যগীতাদি-সহকারে শচীদেবী স্বজন-পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গা ও ষষ্ঠীপূজা-সম্পাদনের অভিনয় দ্বারা স্বীয় শুদ্ধবাৎসল্য-রস-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। বালকরূপী গৌর ক্রন্দনচ্ছলে সকলের মুখ হইতে 'হরিনাম' আদায় করিয়া শচী-ভবনকে সর্বদা কৃষ্ণকোলাহলে মুখরিত করিতেন। কোন দিন বা 'চারি মাসের বালক' গৌর-গোপাল জনক-জননীর অনুপস্থিতি-কালে গৃহের যাবতীয় সামগ্রী ভূতলে বিক্ষিপ্ত করিবার পর জননীর আগমন বুঝিবামাত্র শয্যোপরি শয়ান থাকিয়া রোদন করিতে থাকিতেন। শচীমাতা হরিধ্বনি দ্বারা বালকের ক্রন্দন নিবৃত্ত করিবার পর গৃহের ঐরূপ অবস্থা দেখিতে পাইয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেন। জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি অন্যান্য বৎসল-রসিকগণও প্রেমের স্বভাব-বশতঃ চারিমাসের বালকের পক্ষে এইরূপ কার্য সম্ভব নহে জানিয়া, নিশ্চয়ই কোন দানব 'রক্ষামন্ত্রে' সংরক্ষিত শিশুর বিঘ্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গৃহসামগ্রীর অপচয়-সাধন দ্বারা স্বীয় ক্রোধ-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে, স্থির করিতেন। ক্রমে নিমাইর নামকরণ-সংস্কার-কাল উপস্থিত হইলে, বিদ্দ্বর নীলাম্বর চক্রবর্তী ও গৌরপ্রীতি-পরায়ণা পতিব্রতাগণ নামকরণোৎসব-দিবসে শচীভবনে সমুপস্থিত হইলেন। বালকের আবির্ভাবে সর্বদেশ প্রফুল্লিত, সর্বদুঃখ বিদূরিত, জগৎ শস্যক্ষেত্রোপরি ভক্তিকাদম্বিনী-ধারা বর্ষিত ও কীর্তন-দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া বিদ্বদ্‌গণ বিচারপূর্বক গৌরহরির 'বিশ্বম্ভর'-নাম রাখিলেন। অন্যান্য অবতারেও বিশ্বপালনকর্তা শ্রীভগবানের 'বিশ্বম্ভর'-নাম দৃষ্ট হয়। কোষ্ঠীর গণনানুসারে গৌরহরি বিষ্ণুর অবতারসমূহের মূল-দীপস্বরূপ স্বয়ংরূপ তত্ত্ব বলিয়া নিরূপিত হইলেন। বাৎসল্যরসাপ্লুতা পতিব্রতাগণ বালকের 'চিরায়ু' কামনা করিয়া যমের মুখে তিক্তবোধক 'নিম্ব' হইতে 'নিমাই'-নাম রাখিলেন। অতএব বিবুধগণ-কর্তৃক রক্ষিত 'বিশ্বম্ভর'-নামটি---'আদি' এবং পতিব্রতাগণ-কর্তৃক রক্ষিত 'নিমাই'-নামটি---দ্বিতীয়। নামকরণ-সময়ে বালকের রুচি-পরীক্ষা করিবার প্রণালী অনুসারে যখন জগন্নাথ মিশ্র নিমাইর সম্মুখে ধান্য, খই, স্বর্ণ, রজত ও শ্রীমদ্ভাগবত উপস্থাপিত করিলেন, নিমাই তখন বৈশ্যোচিত স্বভাবের অনুকূল ধান্য, খই, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত' ধারণপূর্বক ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তের পরিচয় প্রদান করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নিমাই জানু চংক্রমণ-লীলা দ্বারা সকলকেই মোহিত করিতে লাগিলেন। একদিন অঙ্গনে শেষ-সর্পকে দেখিয়া গৌর-নারায়ণ তাঁহাকে লইয়া কিছুক্ষণ খেলা করিয়া ও কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপর শয়ন করিয়া স্বীয় শেষশায়ি-লীলা প্রদর্শন করিলেন। সর্প হইতে নিমাইর বিপদাশঙ্কায় ভীত হইয়া সকলে ক্রন্দন করিতে

থাকায় সর্প আপনিই চলিয়া গেল। নিমাইর অপরূপ-রূপ-দর্শনে নিমাইকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া শচী ও জগন্নাথের ধারণা হইল। বালক নিমাই 'হরিধ্বনি' শ্রবণ করিবামাত্র সহাস্যবদনে নৃত্য করিতে থাকিতেন। যে কাল পর্যন্ত উক্ত হরিধ্বনি শ্রবণ করিতে না পাইতেন, সেকাল পর্যন্ত বালক কিছুতেই ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। সুতরাং ঊষঃকাল হইতেই নারীগণ বালককে বেষ্টন করিয়া করতালির সহিত উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে থাকিতেন এবং নিমাইও নৃত্য ও ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন। পরিচিত বা অপরিচিত, সকল লোকই প্রভুর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'সন্দেশ', 'কলা' প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে প্রভুও সেই সকল সামগ্রী লইয়া আসিয়া যে সকল নারী হরিসঙ্কীর্তন করিতেন, তাঁহাদিগকে প্রসাদস্বরূপ ঐ সকল প্রদান করিতেন। কখনও বা, নিমাই প্রতিবেশীদিগের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদিগের গৃহস্থিত দুগ্ধ বা অন্ন প্রভৃতি পান বা ভোজন করিয়া গৃহদ্রব্যাদি নষ্ট করিবার লীলা প্রদর্শন করিতেন। একদিন নিমাই বাটীর বাহিরে ক্রীড়া করিতেছিলেন; বালকরূপী গৌরের শ্রীঅঙ্গস্থিত অলঙ্কারের লোভে দুইটী চোর তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, পরে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া তাহারা নিজেরাই তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথের গৃহে পুনরায় রাখিয়া গেল, কিন্তু প্রভুর নিকট চৌরাপহরণ-বৃত্তান্ত শুনিয়াও মিশ্র-প্রমুখ উপস্থিত কোন ব্যক্তিই প্রভুর মায়ায় প্রভুর লীলা বুঝিতে পারিলেন না। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় কমল-নয়ন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ।।১।।

নিরন্তর সেবনার্থ গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রভুর নিষ্কপট-কৃপা-দৃষ্টি-প্রার্থনা—

হেন শুভ-দৃষ্টি প্রভু করহ অ-মায়ায়।
অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমায়।।২।।

সূতিকা-গৃহে প্রভুর লীলা; প্রভুমুখ-দর্শনে বিপ্র-দম্পতির মহানন্দ—

হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র।
শচী-গৃহে দিনে-দিনে বাড়য়ে আনন্দ।।৩।।
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি' ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
আনন্দ-সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ।।৪।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

কমল-নয়ন,—অরবিন্দাক্ষ, পদ্মপলাশ-লোচন।

শ্রীগৌরাঙ্গের জয় ও তাঁহার প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন ভক্তগণের জয়। কতিপয় কনিষ্ঠ ভক্ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া কেবলমাত্র মহাপ্রভুরই জয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমময় ভক্তগণের জয় উচ্চারণ না করিয়া মাৎসর্যবশে স্ব-স্ব-নারকী চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেন। ঐ সকল অভক্তের সঙ্কীর্ণতা নষ্ট করিবার জন্যই বৈষ্ণবাচার্য গ্রন্থকার ভগবৎপরিকরজ্ঞানে ভক্তের জয় গান করেন।।১।।

অমায়া,—নিরস্তকুহক, নির্ব্যলীক, অকৈতব বা নিষ্কপট; ভাঃ ১।৩।৩৮ শ্লোকস্থিত 'অমায়য়া'-পদের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ 'অকুটিলভাবেন' লিখিয়াছেন। মায়া-প্রতারিত আবৃত ও বিক্ষিপ্ত অক্ষজ-দর্শনে জীবের ভোগ, কিন্তু ভগবৎ প্রপত্তিতে অনাবৃত, অবিক্ষিপ্ত, শুদ্ধ-বৈকুণ্ঠ-দর্শনে ভোগরাহিত্য সূচিত হয়; উহাই কৃষ্ণের 'অমায়ায়' শুভদৃষ্টি বা কৃপা-প্রসাদ। তৎফলে জীব সর্বক্ষণ নির্মল শুদ্ধসত্ত্ব-চিত্তে ভগবানের নির্মল সেবা করিতে সমর্থ হয়। এই পদ্যে গ্রন্থকারের আশীর্বাদ প্রার্থনা সূচিত হইতেছে।।২।।

ব্রাহ্মণী,—শচীদেবী; এবং ব্রাহ্মণ,—পুরন্দর বা জগন্নাথমিশ্র।।৪।।

অপ্রাকৃত-স্নেহময় শ্রীবিশ্বরূপ-কর্তৃক প্রভুকে অঙ্কে ধারণপূর্বক সেবন—

ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান্।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম।।৫।।

স্নেহাতিশয্যবশে আত্মীয়-স্বজনগণের প্রভুকে সর্বক্ষণ আবেষ্টন—

যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব-পরিকরে।
অহর্নিশ সবে থাকি' বালকে আবরে।।৬।।

শিশু-প্রভুর বিপন্নাশার্থ ও রক্ষণার্থ 'রক্ষা'-মন্ত্রাবৃত্তি—

'বিষ্ণু-রক্ষা' পড়ে কেহ 'দেবী-রক্ষা' পড়ে।
মন্ত্র পড়ি' ঘর কেহ চারিদিগে বেড়ে।।৭।।

হরিনামকীর্তন-শ্রবণে শিশুপ্রভুর ক্রন্দন-নিবৃত্তি—

তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ।।৮।।

উক্ত রহস্য-মর্ম বুঝিয়া সকলেরই তদনুসরণ—

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন।।৯।।

প্রভুকে সকলের দ্বারাই অনুক্ষণ আবেষ্টিত দর্শনে দেবগণের কৌতুক-ভয়-প্রদর্শন—

সর্বলোকে আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ।।১০।।
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্ডায়।
ছায়া দেখি' সবে বোলে,—'এই চোর যায়'।।১১।।

দেবগণের ছায়া বা সূক্ষ্মদেহ-দর্শনে ভীত আত্মীয়গণের শ্রীনৃসিংহ ও চণ্ডীস্তব-পাঠ—

'নরসিংহ' 'নরসিংহ' কেহ করে ধ্বনি।
'অপরাজিতার স্তোত্র' কারো মুখে শুনি।।১২।।

মন্ত্রদ্বারা শচীগৃহ বেষ্টন—

নানা-মন্ত্রে কেহ দশ দিক্ বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী-ঘরে।।১৩।।

দেবগণের প্রভু-দর্শনার্থ আগমন ও দর্শনান্তে নির্গমন-দর্শনে সকলের চৌর-ভ্রম—

প্রভু দেখি' গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সবে বোলে,—'এইমত আসে ও পালায়'।।১৪।।

আবরে,---আবরণ বা বেষ্টন করিয়া রক্ষা করে।।৬।।

বিষ্ণুরক্ষা,--বিষ্ণুকর্তৃক সর্ববিঘ্ন বিনাশপূর্বক রক্ষণীয় বস্তুকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর স্তবমন্ত্র পাঠ। দেবীরক্ষা,---দেবীকর্তৃক রক্ষণীয় বস্তুর রক্ষা-কল্পে দুর্গার স্তবমন্ত্র পাঠ। বেড়ে,---অর্থাৎ বেষ্টন করে।।৭।।

রহেন,---থামেন, বিরত হন; (অদ্যাপি পূর্ববঙ্গে এই অর্থেই ক্রিয়া-পদটী ব্যবহৃত হয়)।।৮।।

হরিনাম উচ্চারণ না করিলেই প্রভুর ক্রন্দন বৃদ্ধি এবং হরিনাম উচ্চারণ করিলেই প্রভুর ক্রন্দন-নিবৃত্তি হয়,---সকলেই এইরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট হরিনাম গ্রহণ করিতেন। "যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।।" এই মহাভাগবত-লক্ষণ মহাপ্রভু রামানন্দ-বসুকে পরে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন।।৯।।

ভগবান্ গৌরহরি সর্বদা বহুলোক-বেষ্টিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি শিশুকাল হইতেই বহুলোকের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম-যজ্ঞানুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। অশোকাভয়ামৃতাধার সর্ববিঘ্নবিনাশন সাক্ষাদ্ভগবানের অতি নিকটে অবস্থান-সত্ত্বেও প্রভুর আপ্তবর্গকে বিঘ্ন-ভীত দেখিয়া কৌতুক-রস রসিক দেবগণ একটু কৌতুক করিবার উদ্দেশে তাহাদিগকে আরও ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।।১০।।

সান্ডায়,---'সামায়' বা 'সান্ধায়' অর্থাৎ প্রবেশ করে।।১১।।

বিপদুদ্ধারের জন্য তৎকালে শ্রীনৃসিংহ-নামোচ্চারণ-প্রথা প্রচলিত ছিল; আবার শক্তি-উপাসনা-প্রিয় কেহ কেহ অপরাজিতা-দেবী স্তোত্রও পাঠ করিতেন।।১২।।

বিঘ্নপ্রবেশ-রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তৎকালে আভিচারিক মন্ত্রের দ্বারা দশদিক্ আবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।।১৩।।

পাঠান্তরে, "সবে বোলে, এই জাতহরিণী পলায়"।।১৪।।

কেহ বলে,—'ধর, ধর, এই চোর যায়'।
'নৃসিংহ' 'নৃসিংহ' কেহ ডাকয়ে সদায়।।১৫।।

নৃসিংহ-মন্ত্রবিৎ বৈদ্য-কর্তৃক ছায়ারূপী দেবতাকে শাসন, দেবতার গোপনে কৌতুক-হাস্য—

কোন ওঝা বোলে,—'আজি এড়াইলি ভাল।
না জানিস্ নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল।।'১৬।।
সেইখানে থাকি' দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে।।১৭।।

মাসান্তে নিষ্ক্রমণ-সংস্কার; বাদ্য-গীতাদির মধ্যে শচীর গঙ্গাস্নান—

বালক-উত্থান-পর্বে যত নারীগণ।
শচী-সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে করিলা গমন।।১৮।।
বাদ্য-গীত-কোলাহলে করি' গঙ্গা-স্নান।
আগে গঙ্গা পূজি' তবে গেলা 'ষষ্ঠীস্থান'।।১৯।।

পুত্রৈককল্যাণকামিনী শচীমাতার গৃহে প্রত্যাবর্তন—

যথাবিধি পূজি' সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ।।২০।।

সকল-নারীকে স্ত্রী-আচারদ্বারা যথাযোগ্য সম্মান—

খই, কলা, তৈল, সিন্দূর, গুয়া, পান।
সবারে দিলেন আই করিয়া সম্মান।।২১।।

নারীগণের শিশুপ্রভুকে আশীর্বাদান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন—

বালকেরে আশিষিয়া সর্ব-নারীগণ।
চলিলেন গৃহে, বন্দি' আইর চরণ।।২২।।

প্রভু-কৃপা ব্যতীত প্রভুর শৈশবলীলার দুর্জ্ঞেয়ত্ব—

হেনমতে বৈসে প্রভু আপন-লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায়।।২৩।।

ক্রন্দনচ্ছলে সকলকে হরিনামোচ্চারণে প্রবর্তন—

করাইতে চাহে প্রভু আপন-কীর্তন।
এতদর্থে করে প্রভু সঘনে রোদন।।২৪।।

নারীগণের সান্ত্বনা-সত্ত্বেও প্রভুর ক্রন্দন-বৃদ্ধি—

যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি' করয়ে ক্রন্দন।।২৫।।

হরিনামোচ্চারণ মাত্রেই প্রভুর ক্রন্দন-নিবৃত্তি ও সহাস্য অবলোকন—

'হরি হরি' বলি' যদি ডাকে সর্বজনে।
তবে প্রভু হাসি' চা'ন শ্রীচন্দ্রবদনে।।২৬।।

প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে তৎসন্তোষণার্থ সকলের হরিনাম-কীর্তন—

জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্বজন মেলি'।
সদাই বলেন 'হরি' দিয়া করতালি।।২৭।।

শচীগৃহে নিরন্তর হরিধ্বনি—

আনন্দে করয়ে সবে হরিসংকীর্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন।।২৮।।

গৌর-গোপালের গুপ্ত-লীলা—

এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে।।২৯।।

ওঝা,---উপাধ্যায়-শব্দের অপভ্রংশ, ভূতপ্রেত বা সর্পের চিকিৎসক মন্ত্রবিৎ পণ্ডিত। নৃসিংহমন্ত্রের বিশাল প্রতাপ---ভূত-প্রেতাদি অপদেবযোনির পক্ষে অত্যন্ত প্রচণ্ড ও অসহ্য।

বালকোত্থান পর্ব---নিষ্ক্রমণ-সংস্কার। পুরাকালে শিশুর জন্মাবধি প্রসূতিকে চারিমাসকাল প্রসব (সূতিকা) গৃহে বাস করিতে হইত। এই পর্ব 'সূর্যদর্শন-সংস্কার'-নামেও কথিত হইত। বর্তমান-কালে, দ্বিজাতির একবিংশতি-দিবসে এবং শূদ্রের একমাস-কাল জননাশৌচ স্থিরীকৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালে একমাস-কাল জননাশৌচ-পালন প্রথা প্রচলিত ছিল (পরিপূর্ণ হইল মাসেক এই মতে'---১৭শ সংখ্যা)। পরবর্তিকালে কোন কোন-স্থলে (আউলিয়াদলে) রামশরণ-পালের স্ত্রী 'সতী-মা'র দোহাই দিয়া 'হরিনুটের ছেলে' বলিয়া সদ্য সদ্য আতুর-ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার প্রথাও দেখা যায়।।১৮।।

ষষ্ঠী,---কল্পিত গ্রাম্য-দেবতা-বিশেষ। সন্তানের অল্পায়ু নিবারণোদ্দেশে উহার ষষ্টিবর্ষ ব্যাপি আয়ু বা জীবন-প্রাপ্তির ইচ্ছা-মূলে একটী গ্রাম্য-দেবতা কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিবার রীতি আছে। কেহ কেহ বলেন,-শিশুর জন্মাবধি ষষ্ঠ-দিবসে

সকলের অনুপস্থিতি কালে গোপনে ইতস্ততঃ গৃহদ্রব্যাদি-বিক্ষেপণ—

যে-সময়, যখন না থাকে কেহ ঘরে।
যে-কিছু থাকয়ে ঘরে, সকল বিথারে।।৩০।।
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি-ভিতে।
সর্বঘর ভরে তৈল, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃতে।।৩১।।

শচীর আগমন বুঝিয়া প্রভুর ক্রন্দন-ভাণ—

'জননী আইসে',—হেন জানিয়া আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু, করেন রোদনে।।৩২।।

গৃহে আসিয়া শচীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি-দর্শন—

'হরি হরি' বলিয়া সান্ত্বনা করে মা'য়।
ঘরে দেখে, সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়।।৩৩।।
'কে ফেলিল সর্বগৃহে ধান্য, চালু, মুদ্গ?'
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ।।৩৪।।

গৃহে একমাত্র শিশুরূপী প্রভুর অবস্থান-হেতু সকলের তৎকারণ-নির্দেশে অসামর্থ্য—

সবে চারি-মাসের বালক আছে ঘরে।
'কে ফেলিল?'—হেন কেহ বুঝিতে না পারে।।৩৫।।

গৃহে ক্রমশঃ সকলের সমাগম; ক্ষতিকারক পুরুষান্তরের আগমন-প্রমাণাভাব—

সব পরিজন আসি' মিলিলা তথায়।
মনুষ্যের চিহ্নমাত্র কেহ নাহি পায়।।৩৬।।

ভূতপ্রেতাদি অপদেবযোনির দৌরাত্ম্যাশঙ্কা—

কেহ বোলে,—''দানব আসিয়াছিল ঘরে।
'রক্ষা' লাগি' শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে।।৩৭।।
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ-মনে।
অপচয় করি' পলাইল নিজ-স্থানে।।''৩৮।।

আদিদৈবিক দুর্বিপাক-জ্ঞানে মিশ্রের মৌনাবলম্বন—

মিশ্র-জগন্নাথ দেখি' চিত্তে বড় ধন্দ।
'দৈব' হেন জানি' কিছু না বলিল মন্দ।।৩৯।।

বহু ক্ষতি সত্ত্বেও মিশ্র ও শচীর প্রভু দর্শনে শোকত্যাগ—

দৈবে অপচয় দেখি' দুইজনে চাহে।
বালকে দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে।।৪০।।

নামকরণ-সংস্কার—

এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ।।৪১।।

চক্রবর্তি প্রমুখ আত্মীয়-স্বজনগণের উপস্থিতি—

নীলাম্বর-চক্রবর্তি-আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব-বন্ধুগণের হইল উপস্থান।।৪২।।

সতী-সাধ্বী নারীগণের সম্মিলন—

মিলিলা বিস্তর আসি' পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মীপ্রায়-দীপ্তা সবে সিন্দূরভূষণ।।৪৩।।

ষষ্ঠীদেবীর পূজান্তে নিষ্ক্রমণ-সংস্কার সম্পন্ন হয়। অশ্বত্থ বা বট-বৃক্ষাদির নিম্নে মার্জারোপরি আসীনা সন্তান ক্রোড়ীকৃতা ষষ্ঠীদেবীর নিকট গমনই 'ষষ্ঠী-স্থানে গমন' বলিয়া খ্যাত।।১৯।।

আধিকারিক প্রাকৃত দেবগণের চরণ-পূজা---গ্রাম্যাচার সম্মত ও প্রকৃতি-পূজার নামান্তর। নির্বিশেষ-বিচারে এই গুলির পূজাই' সগুণ বহ্বীশ্বরবাদ'। ঐকান্তিক-বিষ্ণুভক্তের বিচারে দেব-দেবীগণ, সকলেই---স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাস ও বিষ্ণুর বিভিন্নাংশ জীব; বিষ্ণুদাস্যই তাঁহাদের সকলের নিত্যব্রত।।২০।।

'আই'---'আর্যা'-শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ; গ্রন্থে সর্বত্র শচী-মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত।।২১।।

গোপালের প্রায়, গোপরাজ শ্রীনন্দের নন্দনের ন্যায়।।২৯।।

বিথারে,---বিস্তার শব্দের অপভ্রংশ; ইতস্ততঃ ছড়ায়।।৩০।।

ভিতে,---ভিত্তি-শব্দের অপভ্রংশ; দিকে।।৩১।।

চালু,----চাউল।।৩৪।।

প্রভুর নামকরণ-বিষয়ে পরস্পরের বিচার—

নাম থুইবারে সবে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বোলে আর।।৪৪।।

নারীগণ-কর্তৃক (১) 'নিমাই'-নামকরণের কারণ—

'ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে, তার নাম সে 'নিমাই'।।৪৫।।

বিদ্বান্ পুরুষগণের নামকরণ-বিচার—

বলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার।।৪৬।।

(২) 'বিশ্বম্ভর'-নামকরণের কারণ—

এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব-দেশে-দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে।।৪৭।।
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে।।৪৮।।
অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।
কুলদীপ-কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান।।৪৯।।

প্রভুর আদি নাম–'বিশ্বম্ভর', দ্বিতীয় নাম–'নিমাই'—

'নিমাই' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেই নাম 'দ্বিতীয়' ডাকিবে সর্বজন।।''৫০।।

সর্বশুভক্ষণ-সম্মিলন ও আপ্তগণের সাত্বতশাস্ত্রাধ্যয়ন—

সর্ব-শুভক্ষণ নামকরণ-সময়ে।
গীতা, ভাগবত, বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়ে।।৫১।।

দেব ও নরগণের মঙ্গল হরিধ্বনি ও বাদ্য-কোলাহল—

দেব-নরগণে করয়ে একত্র মঙ্গল।
হরিধ্বনি, শঙ্খ, ঘন্টা বাজয়ে সকল।।৫২।।

নিমাইর অন্নপ্রাশন-সংস্কার; ত্রৈবর্ণিক-প্রিয়-দ্রব্য-গ্রহণে নিমাইর রুচিপরীক্ষা—

ধান্য, পুঁথি, খৈ, কড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত।
ধরিবার নিমিত্ত সব কৈলা উপনীত।।৫৩।।

সমানীত দ্রব্য নির্বাচনার্থ নিমাইকে মিশ্রের আদেশ—

জগন্নাথ বোলে,—''শুন, বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর।।''৫৪।।

দানব,---কশ্যপ পত্নী দনুর সন্তান। রক্ষা লাগি',---'রক্ষামন্ত্র' বা কবচের নিমিত্ত (প্রভাবে), রক্ষামন্ত্র বা কবচ আছে বলিয়া; নারিল,---পারিল না; লঙ্ঘিবারে,---আক্রমণ বা হিংসা করিতে।।৩৭।।

অপচয়,---ক্ষতি, নাশ।।৩৮।।

ধন্দ,---(হিন্দী 'ধুন্দ' বা 'ধান্দা') সন্দেহ, ধাঁধা, বুদ্ধি বিপর্যয়, প্রমাদ, সংশয়, সমস্যা, বিস্ময়, গোল। দৈব হেন---দৈব দুর্বিপাক (দুর্ঘটনা) বলিয়া।।৩৯।।

নামকরণ,---দশ সংস্কারের অন্যতম সংস্কার।।৪১।।

উপস্থান,---উপস্থিতি, সম্মিলন।।৪২।।

লক্ষ্মীপ্রায়,---সতী সাধ্বী; সিন্দুর ভূষণ,---সধবা।।৪৩।।

থুইবার, রাখিবার (পূর্ববঙ্গে 'থোয়া'-ধাতুটী ব্যবহৃত)।।

নিমাই,---প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তদীয় অনেক অগ্রজাতা ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প-বয়সে দেহত্যাগ করায় শেষ-পুত্রের অকাল-মৃত্যু না হয়, এজন্য যমের মুখে তিক্তবোধক 'নিম্ব'-শব্দ হইতেই প্রভুর 'নিমাই'-নামকরণ হইল।।

বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণ সকল কথা বিচার করিয়া বালকের 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম রাখিলেন। এই বালক জন্ম গ্রহণ করিবার পরেই ইঁহার কৃপাদৃষ্টি-ফলে নির্মল ভক্তিমেঘবারি-সম্পাতে প্রচণ্ড-ত্রিতাপার্কদগ্ধ জীবরূপ কৃষককুলের হৃদয়-ক্ষেত্রে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কৃষ্ণ-কথা-কীর্তনের দুর্ভিক্ষ সমগ্র দেশ হইতে বিদূরিত হইয়াছে।।৪৭।।

পূর্বে পৃথিবী জলময় হওয়ায় ভগবান্ নারায়ণ বরাহাবতারে উহা উদ্ধার করিয়া বিশ্বের পালন করায় তাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। আবার, হয়গ্রীবাবতারের পূর্বে জলমগ্ন অধোক্ষজ-বস্তুর বিজ্ঞান পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হওয়ায়, বেদশাস্ত্র অক্ষজ-

ভাগবতালিঙ্গন দ্বারা জীবকুলকে ভাগবত-সেবা-রূপ ব্রাহ্মণবৃত্ত ও ভাবিকালে ভাগবতধর্ম্ম কৃষ্ণ সংকীর্তনের প্রবর্তক রূপে কৃষ্ণকীর্তনরূপ বৈষ্ণবাচার-শিক্ষাদান—

সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন।।৫৫।।

নিমাইর শাস্ত্রস্পর্শ হেতু তাঁহার ভাবি পাণ্ডিত্য-খ্যাতির অনুমান—

পতিব্রতাগণে 'জয়' দেয় চারিভিত।
সবেই বোলেন,—'বড় হইবে পণ্ডিত'।।৫৬।।

বিষ্ণুতুল্য-ভাগবত-স্পর্শহেতু নিমাইর ভাবি-বৈষ্ণব-খ্যাতি অনুমান—

কেহ বোলে,—'শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সর্বশাস্ত্রের জানিবে অনুভব'।।৫৭।।

নিমাইর হাস্য দর্শনে সকলের অলৌকিকানন্দানুভূতি—

যে দিকে হাসিয়া প্রভু চা'ন বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর।।৫৮।।

দেব-বাঞ্ছিত প্রভুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অতৃপ্তিহেতু অবতরণ করাইতে অনিচ্ছা—

যে করয়ে কোলে সে-ই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্ল্লভে কোলে করে নারীগণে।।৫৯।।

নিমাইর ক্রন্দনমাত্রেই নারীগণের হরিকীর্তন—

প্রভু যেই কান্দে সেই ক্ষণে নারীগণ।
হাতে তালি দিয়া করে হরিসংকীর্তন।।৬০।।

হরিনাম শ্রবণে নিমাইর হর্ষভরে নৃত্য-হেতু নারীগণের হরিধ্বনি—

শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল-নারী হরিধ্বনি করে।।৬১।।

ক্রন্দনাদি-ছলে সকলকে হরিনামে প্রবর্তন—

নিরবধি সবার বদনে হরিনাম।
ছলে বোলায়েন প্রভু,—হেন ইচ্ছা তান।।৬২।।

স্বতন্ত্রেচ্ছাময় গৌর-নারায়ণের ইচ্ছাতেই সর্বকর্ম-সিদ্ধি—

'তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে'।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে।।৬৩।।

কৃষ্ণকীর্তন প্রবর্তনপূর্বক নিমাইর বয়োবৃদ্ধি-লীলা—

এইমতে করাইয়া নিজ-সঙ্কীর্ত্তন।
দিনে-দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।৬৪।।

নিমাইর জানুচংক্রমণ লীলা—

জানু-গতি চলে প্রভু পরম-সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর।।৬৫।।

জ্ঞান-জলধিতে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ভগবান্‌-শ্রীহয়গ্রীব মধু ও কৈটভ-দৈত্যের অক্ষজ জ্ঞানোত্থ অভিজ্ঞান ও নিসর্গবাদ সংহার করিয়া বেদ তাৎপর্যরূপে অবতার-বিচার-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। অসুরগণের দ্বারা দেবমানবাদি বহুবার বিমর্দিত হইলে শ্রীনারায়ণের বিভিন্ন প্রকাশসমূহ প্রপঞ্চে নিমিত্তমূলে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকে রক্ষা (ধারণ ও পোষণ) করেন, সেইজন্য তত্তদবতারেও তাঁহাদের নাম 'বিশ্বম্ভর' হইয়াছিল। অতএব বিষ্ণুর অবতারগণের ন্যায় এই বালকটীও এই বিশ্বকে ধারণ ও পোষণ করিবেন বলিয়া ইঁহার 'বিশ্বম্ভর'-নামটীই সঙ্গত,—এরূপ বিচার করিয়া বিদ্বজ্জনগণ প্রভুর 'বিশ্বম্ভর' নামটী রাখিলেন। ইঁহার আবির্ভাবের সঙ্গে কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তন প্রভাবে স্বরূপভ্রান্ত অনর্থ-রোগগ্রস্ত জীবজগৎ সুস্থ বা স্বস্থ অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান বা নিঃশ্রেয়স লাভ করিল।।৪৮।।

এই বিশ্বম্ভরের কোষ্ঠী-গণনা-বিচারেও জানা যায় যে, ইনি—স্বীয় কুল (কোটি) বিষ্ণুর সমগ্র অবতারসমূহের মূলদীপস্বরূপ যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকর স্বয়ংরূপবিগ্রহ।।৪৯।।

বিদ্বদ্‌গণ-প্রদত্ত প্রভুর 'বিশ্বম্ভর'-নামটীই 'আদি'; পতিব্রতা নারীগণ-প্রদত্ত 'নিমাই'-নামটিই 'দ্বিতীয়'। অদ্য হইতে লোকে সর্বাগ্রে 'বিশ্বম্ভর ও পরে 'নিমাই'-নামে তাঁহাকে অভিহিত করিবে।।৫০।।

ব্রাহ্মণের বা বৈষ্ণবের গৃহে নামকরণ-সংস্কারকালে ব্রাহ্মণগণ গীতা, ভাগবত ও বেদশাস্ত্র পাঠ করেন। সেই মাহেন্দ্র-ক্ষণে অনুকূল সমীরণ, ঋতুপ্রকোপের আতিশয্যরাহিত্য প্রভৃতি সময়োচিত সমস্ত শুভ লক্ষণই দেখা দিয়াছিল।।৫১।।

অকুতোভয় নিমাইর সর্বপ্রাঙ্গণে বিবঙ্গণ-লীলা—

পরম-নির্ভয়ে সর্ব-অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি, সর্প, যাহা দেখে, তাই ধরে।।৬৬।।

নিমাইর সর্প-ধারণ-লীলা—

একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্পে প্রভু বালক-লীলায়।।৬৭।।

নিমাইর শেষ-শয্যায় শয়ন-লীলা—

কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া।।৬৮।।

তদ্দর্শনে সকলের বিলাপ—

আথে-ব্যথে সবে দেখি' 'হায় হায়' করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে।।৬৯।।

সকলের গরুড়-দেবকে আহ্বান, নিমাইর বিপদাশঙ্কায়
শচী-মিশ্রের সভয় ক্রন্দন—

'গরুড়' 'গরুড়' বলি' ডাকে সর্বজন।
পিতামাতা-আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন।।৭০।।

অনন্তদেবের প্রস্থান, নিমাইর পুনঃ
সর্পধারণ-চেষ্টা—

চলিলা 'অনন্ত' শুনি' সবার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যা'ন শ্রীশচীনন্দন।।৭১।।

নিমাইকে নারীগণের অঙ্কে ধারণ ও আশীর্বাদ—

ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে।
'চিরজীবী হও' করি' নারীগণ বোলে।।৭২।।

নিমাইর বিঘ্ননাশার্থ সকলের বিবিধ চেষ্টা ও
সর্পকবল-মুক্তি-প্রাপ্তির কারণ-নির্দেশ—

কেহ 'রক্ষা' বান্ধে, কেহ পড়ে স্বস্তিবাণী।
অঙ্গে কেহ দেয় বিষ্ণুপাদোদক আনি'।।৭৩।।
কেহ-বোলে,—'বালকের পুনর্জন্ম হৈল'।
কহে বোলে,—'জাতি-সর্প, তেঞি না লঙ্ঘিল'।।৭৪।।

নিমাইর হাস্য ও বারম্বার সর্পধারণ-চেষ্টা—

হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ যায়, সবে আনেন ধরিয়া।।৭৫।।

গৌর নারায়ণের শেষ-সর্পশয্যায় শয়ন-লীলা-শ্রবণে
জীবের বিষয়-সর্পদংশন হইতে অব্যাহতি অর্থাৎ
স্ব-স্বরূপে গৌরবিষ্ণু-দাস্যোপলব্ধি—

ভক্তি করি' যে এ-সব বেদগোপ্য শুনে।
সংসার-ভুজঙ্গ তারে না করে লঙ্ঘনে।।৭৬।।

নিমাইর পাদচারণ-লীলা—

এইমত দিনে-দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ।।৭৭।।

শ্রীগৌরসুন্দর বৈশ্যোচিত ধান্য, স্বর্ণ, রজতাদি গ্রহণ করিলেন না এবং উদরপরায়ণ সকাম বিপ্রের ন্যায় খই প্রভৃতি ভোজন করিবারও ব্যগ্রতা লীলা দেখাইলেন না; পরন্তু, বিবিধ বেদানুগ-শাস্ত্রের মধ্য হইতে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানিকেই গ্রহণপূর্বক স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রাধান্য স্থাপনই প্রভুর ভাবিকৃষ্ণভজন প্রচার-লীলার নিদর্শনরূপে জ্ঞাপিত হইয়াছিল।।৫৫।।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানহীনা নারীগণ প্রভুকে শ্রীমদ্ভাগবতের আদর করিতে দেখিয়া, পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় নিমাই সর্বশ্রেষ্ঠতা লাভ করিবেন,--ইহাই স্থির করিলেন।।৫৬।।

আবার কোন কোন তত্ত্বকোবিদ, কালে বিশ্বম্ভর একজন 'প্রধান বৈষ্ণব' হইবেন এবং বিষ্ণুভক্তি-প্রভাবে সামান্য চেষ্টাতেই সকল-শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন,---ইহাই বিচার করিলেন।।৫৭।।

বেদশাস্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই সার-কথাই নির্ণীত আছে যে, ভগবদিচ্ছা ব্যতীত জগতে কোন কর্মীর কোন কার্যই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। 'কৃষ্ণসংকীর্তনপ্রবর্তক' প্রভুর ইচ্ছাতেই চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে জগতের সকলেরই মুখে হরিনাম উচ্চারিত, আবার, নিজ-ক্রন্দনচ্ছলেও সকল নরনারীর মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছিলেন।।৬৩।।

কিঙ্কিণী,---কটিভূষণ 'ঘুঙুর' বা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা।।৬৫।।

কুণ্ডলী,---সর্প, কিন্তু এস্থলে, সর্পের কুণ্ডল বা বলয়াকৃতি বেষ্টন।।৬৮।।

নিমাইর শ্রীরূপ-বর্ণন—

জিনিয়া কন্দর্প-কোটি সর্বঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে-মুখ।।৭৮।।

সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল-কেশ।
কমল-নয়ন,—যেন গোপালের বেশ।।৭৯।।

আজানুলম্বিত ভুজ, অরুণ অধর।
সকল-লক্ষণযুক্ত বক্ষ-পরিসর।।৮০।।

সহজে অরুণ গৌর-দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি, কর, চরণ সুন্দর।।৮১।।

রঞ্জিত-চরণ-চারণে উহাতে রক্তমোক্ষণ-ভ্রমহেতু শচীমাতার ভীতি—

বালক-স্বভাবে প্রভু যবে চলি' যায়।
রক্ত পড়ে হেন,—দেখি' মায়ে ত্রাস পায়।।৮২।।

নিমাইর অলৌকিক-রূপ দর্শনে দরিদ্র বিপ্র দম্পতির বিস্ময়—

দেখি' শচী-জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন, তথাপি দোঁহে মহা-আনন্দিত।।৮৩।।

উভয়ের নিমাইকে মহাপুরুষ-ভ্রম ও দারিদ্র-দুঃখের অবসানাশা—

কানাকানি করে দোঁহে নির্জনে বসিয়া।
"কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া।।৮৪।।

হেন বুঝি,—সংসার-দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত।।৮৫।।

হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর নৃত্য ও হাস্য—

এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে, হাসে, শুনি' হরিধ্বনি।।৮৬।।

একমাত্র হরিকীর্তনেই নিমাইর সান্ত্বনা-লাভ ও ক্রন্দন-নিবৃত্তি—

তাবৎ ক্রন্দন করে, প্রবোধ না মানে।
বড় করি' হরিধ্বনি যাবৎ না শুনে।।"৮৭।।

প্রভাত হইতে নারীগণের হরিকীর্তন ও নিমাইর নৃত্য—

উষঃকাল হইলে যতেক নারীগণ।
বালকে বেড়িয়া সবে করে সংকীর্তন।।৮৮।।

আথে-ব্যথে,---(সংস্কৃত 'অস্ত-ব্যস্ত'), 'আস্তে-ব্যস্তে'-শব্দের অপভ্রংশ, ব্যস্তসমস্তভাবে, তাড়া-তাড়ি।।৬৯।।

পক্ষিরাজ গরুড় সর্পকুলের দণ্ড-বিধাতা। সর্পভীতিনাশার্থ শ্রীগরুড়-দেবের শরণ গ্রহণ বা নামোচ্চরণ অদ্যাপি প্রচলিত।।৭০।।

অনন্ত,---ভগবান্ শ্রীশেষ সর্পমূর্তি ধারণ করিয়া গৌর সুন্দরের বাল্য-ক্রীড়ার সেবা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এক্ষণে লৌকিক-প্রথানুসারে উপস্থিত দ্রষ্টৃবর্গ তাঁহাকে সাধারণ সর্প-জ্ঞানে তাঁহার কবল হইতে বালক-নিমাইর পরিত্রাণ-কামনায় গরুড়ের শরণাপন্ন হওয়ায়, সর্পরূপী শ্রীল অনন্তদেব প্রস্থান করিলেন, কিন্তু প্রভু পুনরায় সেই সর্পকে ধরিয়া আনিবার জন্য উদ্যত হইলেন।।৭১।।

করি'---করিয়া অর্থাৎ বলিয়া।।৭২।।

স্বস্তি-বাণী, 'সু+অস্তি' অর্থাৎ 'মঙ্গল হউক' বলিয়া আশীর্বাদ। বিষ্ণুপাদোদক, ভগবান্ শালগ্রামের স্নান-জল অর্থাৎ গঙ্গা-জল।।৭৩।।

জাতিসর্প,---'জাতসাপ'; অহিশয়ন ভগবানের সেবক সর্পরাজ। তেঞিঃ---'তাই', তজ্জন্য, সেই-হেতু। লঙ্ঘিল,---দংশন করিল।।৭৪।।

সংসার-ভুজঙ্গ,-সংসাররূপ সর্প যে জীবকে দংশন করে, বিষয়ভোগ-বিষ জর্জরিত হওয়ায় তাহার সংসারাসক্তি বৃদ্ধিপায় এবং ভোগ-বিষ-ক্লিষ্ট হইয়া ভোক্তৃ-অভিমানে সেই মায়াবদ্ধ জীব সাংসারিক-সুখান্বেষণে অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়; গৌর-নারায়ণ-বিস্মৃতিই উহার কারণ। পরতত্ত্ব শ্রীগৌরনারায়ণের শেষ-শয্যায় অবস্থান-লীলা যিনি উত্তমরূপে আলোচনা করেন, যড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবদ্বস্তুকে মায়াধীন 'বদ্ধজীব' বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হয় না এবং তিনি আপনাকে প্রভুর নিত্য-সেবক জানিয়া বিবর্তবুদ্ধিতে সংসারভোগ পিপাসায় আকুল হন না। ভাঃ ১০।১৬।৬১-৬২ "ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ", "সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।।৭৬।।

'হরি' বলি' নারীগণে দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী।।৮৯।।

বাল্যভাবে নিমাইর ধূলিতে অবলুণ্ঠন ও হর্ষভরে মাতৃক্রোড়ে উত্থান—

গড়াগড়ি' যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
উঠি, হাসে জননীর কোলের উপর।।৯০।।

নিমাইর অঙ্গ সঞ্চালনপূর্বক নৃত্য-দর্শনে সকলের হর্ষ—

হেন অঙ্গ-ভঙ্গী করি' নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ।।৯১।।

শিশুকাল হইতে সকলকে হরিকীর্তনে প্রবর্তন—

হেনমতে শিশুভাবে হরিসংকীর্তন।
করায়েন প্রভু, নাহি বুঝে কোন জন।।৯২।।

নিমাইর অতি-চাঞ্চল্য ও অতি-চাপল্য—

নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘরে, বাহিরে।
পরম-চঞ্চল, কেহ ধরিতে না পারে।।৯৩।।

একাকী বাহিরে গমন ও অন্যের খাদ্য-দ্রব্যাদিতে অভিলাষ—

একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই, কলা, সন্দেশ, যা' দেখে, তা' চায়।।৯৪।।

নিমাইর রূপাকৃষ্ট অপরিচিত জনেরও প্রভুকে খাদ্যদ্রব্য-প্রদান—

দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম-মোহন।
যে-জন না চিনে, সেহ দেয় ততক্ষণ।।৯৫।।

প্রাপ্ত খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া হরিনামকীর্তনকারিণী নারীগণকে প্রদান—

সবেই সন্দেশ-কলা দেয়েন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে।।৯৬।।
যে-সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা'-সবারে আনি' সব করেন প্রদান।।৯৭।।

নিমাইর বুদ্ধিমত্তা-দর্শনে সকলের নিরন্তর হরিনামোচ্চারণ—

বালকের বুদ্ধি দেখি' হাসে সর্বজন।
হাতে তালি দিয়া 'হরি' বোলে অনুক্ষণ।।৯৮।।

অহর্নিশ সর্বক্ষণই নিমাইর গৃহে অনুপস্থিতি—

কি বিহানে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রি, সন্ধ্যায়।
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।।৯৯।।

বন্ধুগণ-গৃহে নিমাইর চৌর্য ও দুর্দান্ত লীলা—

নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ-ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে।।১০০।।

গৌরসুন্দরের অশেষ-সৌন্দর্য-মাধুর্যযুক্ত বদনমণ্ডল কোটিচন্দ্রের শোভাকেও ধিক্কার দেয় বলিয়া চন্দ্র স্বয়ংই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখসৌন্দর্য দেখিতে অভিলাষ করেন।।৭৮।।

সুবলিত,—সুমণ্ডিত; চাঁচর—কুঞ্চিত, কোঁকড়ান, ভাল-কেশ—ললাট-বিলম্বী কুন্তল; গোপালের বেশ,—কৃষ্ণের ন্যায় বেশ। শ্রীমহাপ্রভুর শরীর কৃষ্ণশরীর, তবে তাঁহার বহির্বর্ণ—শ্রীরাধিকার কান্তি-মণ্ডিত এবং তাঁহার হৃদগত ভাব গোপীজনোচিত, সুতরাং গোপবালকের বেশযুক্ত হইয়া তিনি যেন দৃষ্ট হইতেন।।৭৯।।

অরুণ,—রক্তবর্ণ, লাল।।৮০।।

প্রভুর চরণ ও অঙ্গুলি দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় রাতুলবর্ণ হওয়ায় পদযুগল হইতে যেন রক্ত নির্গত হইতেছে,—শচীদেবী এরূপ আশঙ্কা করিতেন।।৮২।।

বংশে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তদীয় সঙ্গগুণে অনেকের সংসার হইতে মুক্তি লাভ ঘটে,—আস্তিক-সম্প্রদায়ের এরূপ বিশ্বাস। মিশ্র ও শচীর মনে-মনে পুত্রকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া জ্ঞান হওয়ায় আপনাদের ভাবি মঙ্গল অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ-লাভের আশা হইতেছিল।।৮৩।।

গড়াগড়ি যায়,—অবলুণ্ঠিত হয়; ধূসর, পাংশুবর্ণ।।৯০।।

অঙ্গভঙ্গী,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন।।৯১।।

কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
হাঁণ্ডী ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছু নাহি পায়।।১০১।।

ক্ষুদ্র শিশুগণের উপর অত্যাচার, লোকসন্দর্শন মাত্রই পলায়ন—

যার ঘরে শিশু থাকে, তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়।।১০২।।

ধৃত-হইবা-মাত্র চাটুবাক্যে আত্মমোচন-সাধন—

দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।
তবে তার পা'য়ে ধরি' করে পরিহারে।।১০৩।।
"এবার ছাড়হ মোরে, না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ, দোহাই তোমার।।"১০৪।।

নিমাইর বুদ্ধিচাতুর্যে সকলের বিস্ময়—

দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি, সবেই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহ, সবে করেন পিরীত।।১০৫।।

সকল জীবাত্মার আত্মা বলিয়া প্রেমের বিষয় হেতু স্বীয় দর্শনদ্বারা নিখিল শুদ্ধসত্ত্বকে আকর্ষণ—

নিজ-পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে।
দরশন-মাত্রে সর্ব-চিত্তবৃত্তি হরে।।১০৬।।

গৌর-নারায়ণের চঞ্চল-বাল্যলীলা—

এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক-ঠাঞি, বুলয়ে সদায়।।১০৭।।

চৌরদ্বয়ের আখ্যান;

নিমাইর অঙ্গালঙ্কার-হরণ-কল্পনা—

একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে,—"কা'র শিশু বেড়ায় নগরে।।"১০৮।।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি' দিব্য অলঙ্কার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার।।১০৯।।

চৌরদ্বয়ের নিমাইকে ক্রোড়ে লইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান—

'বাপ' 'বাপ' বলি' এক চোরে লৈল কোলে।
'এতক্ষণ কোথা ছিলে?' আর চোর বোলে।।১১০।।
"ঝাট্ ঘরে আইস, বাপ" বোলে দুই চোরে।
হাসিয়া বোলেন প্রভু,—"চল যাই ঘরে।।"১১১।।

স্বকার্যে প্রমত্ত পথিস্থিত লোকের অনবধান—

আথে-ব্যথে কোলে করি' দুই চোরে ধায়।
লোকে বোলে,—'যার শিশু সে-ই লই' যায়'।।১১২।।

তাৎকালিক নবদ্বীপের জনাকীর্ণতা; চৌরদ্বয়ের হর্ষ—

অর্বুদ অর্বুদ লোক, কেবা কারে চিনে?
মহা-তুষ্ট চোর অলঙ্কার-দরশনে।।১১৩।।

চৌরদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে অপহৃতালঙ্কার-বিভাগ ও গ্রহণ-কল্পনা—

কেহ মনে ভাবে,—'মুঞি নিমু তাড়-বালা'।
এইমতে দুই চোরে খায় মনঃকলা।।১১৪।।

বালক-লীলায় নিমাই কৌশলে জীবগণের দ্বারা হরিসংকীর্তন করাইয়াছিলেন। সাধারণ লোক তাঁহার এই ভঙ্গী বুঝিতে পারে নাই।।৯২।।

একেশ্বর,---দ্বিতীয় (অপর) ব্যক্তি বা সঙ্গি-রহিত, একাকী (অদ্যাপি পূর্ববঙ্গে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম-বিভাগে 'একেশ্বর' শব্দের অপভ্রংশ 'অশ্বর'-শব্দটী প্রচলিত।।৯৪।।

বিহানে,---(হিন্দী-শব্দ), 'বিভাত'-শব্দের অপভ্রংশ; প্রভাতে, প্রাতঃকালে (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।।৯৯।।

হাণ্ডী,---(হিন্দী শব্দ) 'হাঁড়ী', মৃদ্ভাণ্ড।।১৯১।।

পিরীত,---প্রীতি।।১০৫।।

সম্বিচ্ছক্তিমদ্‌বিগ্রহ গৌর-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-মাধুরীর এতই অসমোর্ধ্ব গুণ যে, তাহা সকল শুদ্ধসত্ত্ব-বস্তুকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে; ভাঃ ৩।২।১২, ১০।১৯।৪০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।।১০৬।।

বৈকন্ঠের রায়, বৈকুণ্ঠের রাজা; (শ্রীনারায়ণ)।।১০৭।।

দিব্য, উৎকৃষ্ট, উত্তম, সুন্দর; হরিবারে,---হরণ করিবার নিমিত্ত; পরকার--প্রকার, উপায়।।১০৯।।

ঝাট্,---'ঝাটিতি'-শব্দের অপভ্রংশ, শীঘ্র।।১১১।।

মায়াধীশ ভগবান্‌কে বঞ্চনরূপ বাতুল চেষ্টায় তন্মূঢ়তা-দর্শনে ভগবানের হাস্য—

দুই চোর চলি' যায় নিজ-মর্ম্ম-স্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি' যা'ন ভগবানে।।১১৫।।

উভয়ের ভগবদ্বঞ্চনার্থ বিবিধ চেষ্টা—

একজন প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে।
আর জনে বোলে,—"এই আইলাঙ ঘরে"।।১১৬।।

ইতোমধ্যে আত্মীয়স্বজনবর্গের নিমাইকে অন্বেষণ—

এইমত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায়।।১১৭।।

সকলের নিমাইকে উচ্চরবে আহ্বান—

কেহ কেহ বলে,—'আইস, আইস, বিশ্বম্ভর।
কেহ ডাকে 'নিমাই' করিয়া উচ্চস্বর।।১১৮।।

ভক্তৈকপ্রাণ সর্বাশ্রয় গৌরের বিরহে সেবকগণের শোক-মূর্চ্ছা—

পরম ব্যাকুল হইলেন সর্বজন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন।।১১৯।।

সকলের কৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ—

সবে সর্বভাবে লৈলা গোবিন্দ-শরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন-ভবন।।১২০।।

দৈব-মায়া-মুগ্ধ চৌরদ্বয়ের নিমাইকে লইয়া মিশ্র-গৃহেই পুনরাগমন—

বৈষ্ণবী-মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ-ঘরে আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে।।১২১।।

নিজগৃহ-ভ্রমে চৌরদ্বয়ের অলঙ্কারাপহরণে ব্যস্ততা—

চোর দেখে আইলাঙ নিজ-মর্ম্ম-স্থানে।
অলঙ্কার হরিতে হইল সাবধানে।।১২২।।

নিমাইকে অবতরণার্থ অনুরোধ; অন্তর্যামী প্রভুরও সম্মতি—

চোর বোলে,—"নাম বাপ, আইলাঙ ঘর"।
প্রভু বোলে,—'হয় হয়, নামাও সত্বর'।।১২৩।।

নিমাইর অদর্শনে মিশ্রের বিষাদভরে দুশ্চিন্তা—

যেখানে সকল-গণে মিশ্র জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সবে মাথে দিয়া হাত।।১২৪।।

মিশ্রের সম্মুখেই চৌরদ্বয়ের নিমাইকে অবতারণ—

মায়া-মুগ্ধ চোর ঠাকুরের সেইস্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে।।১২৫।।

অবতরণ করিবামাত্র পিতৃক্রোড়ে গমন, সকলের হর্ষভরে হরিধ্বনি—

নামিলেই মাত্র প্রভু গেলা পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি' সবে 'হরি' 'হরি' বোলে।।১২৬।।

অচৈতন্যভূত সকলের চৈতন্য-লাভ—

সবার হইল অনির্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি' দেহের হইল যেন সঙ্গ।।১২৭।।

নিজভ্রান্তি-দর্শনে চৌরদ্বয়ের বিস্ময়-বিহ্বলতা—

আপনার ঘর নহে,—দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি, কিছু চিনিতে না পারে।।১২৮।।

অন্যের অলক্ষিতে চৌরদ্বয়ের পলায়ন—

গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে?
চারিদিগে চাহি' চোর পলাইল ডরে।।১২৯।।

স্বস্থানে আসিয়া চৌরদ্বয়ের বিস্ময়জ্ঞাপন ও হর্ষভরে স্বভাগ্য-প্রশংসা—

'পরম অদ্ভুত!' দুই চোর মনে গণে'।
চোর বোলে,—'ভেল্‌কি বা দিল কোন জনে?'১৩০।।

তাড় ও বালা,—হস্তের অলঙ্কারবিশেষ। খায় মনকলা,—মনে মনে কল্পিত ও ঈপ্সিত কদলী ভক্ষণ করে অর্থাৎ আশাতীত বস্তুর প্রলোভনে ধাবিত হইয়া বঞ্চিত হইতেছিল।।

মর্ম্মস্থানে,—স্বাভিপ্রেত নির্জন বা গুপ্তস্থানে।।১১৫।।

ভাণ্ডিয়া,—(ভণ্ড্‌-ধাতু হইতে) ভাঁড়াইয়া, প্রতারণা, বঞ্চনা বা গোপন করিয়া, ভুলাইয়া, ফাঁকি দিয়া; চাহিয়া,—খুঁজিয়া, অন্বেষণ বা অনুসন্ধান করিয়া।।১১৭।।

"চণ্ডী রাখিলেন আজি"—বোলে দুই চোরে।।
সুস্থ হৈয়া দুই চোর কোলাকুলি করে।।১৩১।।

গৌর নারায়ণকে বহন করায় চৌরদ্বয়ের মহা-সৌভাগ্য—

পরমার্থে দুই চোর—মহা-ভাগ্যবান্।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উত্থান।।১৩২।।

নিমাইর আনয়নকারীকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা—

এথা সর্বগণে মনে করেন বিচার।
"কে আনিল, দেহ' বস্ত্র শিরে বান্ধি' তার।।"১৩৩।।

কাহারও কাহারও চৌরদ্বয়-দর্শন—

"কেহ বোলে,—"দেখিলাঙ লোক দুইজন।
শিশু থুই কোন্ দিকে করিল গমন।।"১৩৪।।

চৌরদ্বয়ের পলায়ন-হেতু নিমাইর আনয়ন-কার্য-বিষয়ে সকলের মৌনাবলম্বন—

'আমি আনিঞাছি'—কোন জন নাহি বোলে।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে।।১৩৫।।

নিমাইকে সকলের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

সবে জিজ্ঞাসেন,—"বাপ, কহ ত' নিমাই?
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্ ঠাঞি?"১৩৬।।

নিমাইর বালোচিত উত্তর-প্রদান—

প্রভু বোলে,—"আমি গিয়াছিনু গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে।।১৩৭।।
তবে দুই জন আমা' কোলেতে করিয়া।
কোন পথে এইখানে থুইল আনিয়া।।"১৩৮।।

বৈষ্ণবী মায়া,—জীবের আবরণ ও বিক্ষেপকারিণী 'দুরত্যয়া' বিষ্ণুশক্তি।।১২১।।

অলঙ্কার হরণ করিবার নিমিত্ত চৌরদ্বয় অতিশয় ব্যগ্র, ব্যস্ত বা সতর্ক হইল।।১২২।।

হয় হয়,—হাঁ হাঁ।।১২৩।।

বিষাদ ভাবেন,—বিষণ্ণ হইয়া ভাবিতেছেন।।১২৪।।

রঙ্গ,—আনন্দ, হর্ষ।।১২৭।।

অবধান,—লক্ষ্য, দৃষ্টি, খোঁজ।।১২৯।।

প্রভুর অলঙ্কার হরণ করা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবী-মায়ার প্রভাবে আপনারাই প্রভুর পিতৃগৃহে প্রভুকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া চৌরদ্বয় দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে করিতে স্ব-স্থানে উপস্থিত হইয়া এবং সমস্ত ঘটনা ও আপনাদের মূঢ়তা-বিষয়ে পর্যালোচনা-পূর্বক উক্ত ঘটনাকে মহাশ্চর্যজনক বলিয়া স্থির করিয়া নিদারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

ভেল্‌কি—(ভুল [ভ্রম]+কৃতি?) ইন্দ্রজাল, যাদু, ধোঁকা।

'চণ্ডী' রাখিলেন,—অদ্য আমাদের অভীষ্ট দেবতা চণ্ডীমাতা কৃপা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলেন।।১৩১।।

পরমার্থে,—যাথার্থ্যতঃ, প্রকৃতপক্ষে, বস্তুতঃ।

চৌরদ্বয়ের সৌভাগ্য—অবর্ণনীয়; কেন না, সহস্র-সহস্র সাধক, সহস্র সহস্র সাধন প্রভাবেও ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ যে ভগবানের সেবা পায় না, অজ্ঞাত প্রাক্তন-সুকৃতি-নিবন্ধন ঐ চৌরদ্বয় চৌর্যরূপ পাপ-পথে অগ্রসর হইয়াও সাক্ষাদ্‌ভগবান্ সেই শ্রীগৌর নারায়ণকে নিজস্কন্ধে বহন করিয়াছিল।

করিলা উত্থান,—উত্থিত বা আরূঢ় হইলেন, উঠিলেন।।

"হারানিধি' পুনরায় পাইয়া লব্ধনিধি ব্যক্তির যেরূপ নিধিদাতাকে অযাচিত ভবে পুরস্কার দিবার স্পৃহা উদিত হয়, তদ্রূপ বিশ্বম্ভরের অনুপস্থিতিতে তদীয় গুরুজনবর্গের যে সুমহৎ কষ্ট হইয়াছিল, যে-ব্যক্তি নিমাইকে প্রত্যর্পণপূর্বক এক্ষণে তাহার উপশম বিধান করিল, তাহাকে তাঁহারা পুরস্কারস্বরূপ 'শিরোপা' বা শিরস্ত্রাণ প্রদানপূর্বক সম্মানিত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন।।১৩৩।।

সকলের দৈব বা অদৃষ্ট-প্রতি গভীর আস্থা—

সবে বোলে,—"মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্রবাণী।
দৈবে রাখে শিশু, বৃদ্ধ, অনাথ আপনি।"১৩৯।।

প্রভুর বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেরই প্রকৃত ঘটনা জানিতে অসামর্থ্য—

এইমত বিচার করেন সর্বজনে।
বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ তত্ত্ব নাহি নাহি জানে।।১৪০।।

গৌর-নারায়ণ-প্রসাদেই গৌর-লীলা-তত্ত্ব-জ্ঞান—

এইমত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তাঁরে জানিতে পারে, যদি না জানায়।।১৪১।।

বেদগূঢ় অপ্রাকৃত বৎসল-রসৈকবিষয় শিশুরূপী অধোক্ষজ গৌরলীলা-শ্রবণে গৌরপদে ভক্তিলাভ—

বেদ-গোপ্য এ-সব আখ্যান যেই শুনে।
তাঁর দৃঢ়-ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে।।১৪২।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৪৩।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে নামকরণ-বালচরিত-চৌরাপহরণবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ভোল,---'ভুল'-শব্দের অপভ্রংশ, ভ্রম, ভ্রান্তি, মোহ বা হতবুদ্ধিতা।।১৩৫।।

দৈবে,---অদৃশ্যশক্তিমান্ বিধাতা-অর্থাৎ বিষ্ণু।।১৩৯।।

ভগবান্ বিষ্ণু---সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব; তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও বা দিব্যজ্ঞান-দানে দর্শন দেন, অসুরমোহিনী মায়াশক্তি-প্রভাবে কাহারও বা বুদ্ধি মোহিত করেন। মায়াশক্তিরই অপর নাম---'বৈষ্ণবী' বা 'দৈবী' মায়া; যথা (গীঃ ৭।১৪--) "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"; (ভাঃ ১।৭।৪-৫---) "ভক্তিযোগেন * * মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।" "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া" অর্থাৎ যাহদ্বারা চালিত হইয়া জীব স্বীয় মনোবৃত্তি-সাহায্যে বস্তুকে মাপিতে বা বুঝিয়া উঠিতে বা তদ্দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহাই 'মায়া'। "মায়াবদ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান", সুতরাং সেই শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠ-বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব, কিছুই মায়াবদ্ধজীব বুঝিতে বা জানিতে সমর্থ হয় না।।১৪০।।

রঙ্গ,---লীলাভিনয়। 'কে তারে ..... না জানায়' ..... ভাঃ ১০।১৪।২৯ শ্লোক ব্রহ্মার স্তব) দ্রষ্টব্য।।১৪১।।

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়।